HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

টপিক – ০১ পেশার ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: পেশার ধারণা

টপিক ০২: মুল্যবোধের ধারণা

টপিক ০৩: সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

টপিক ০৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: পেশার ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পেশার ধারণা

পেশার আভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবন ধারণের বিশেষ উপায় (Occupation)। তবে সব জীবিকা বা জীবন ধারণের উপায় পেশা নয়। যে জীবিকার জন্য উচ্চমানের বিশেষ তাত্ত্বিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের এবং যেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কল্যাণ প্রয়োজন, সে জীবিকাই পেশা। মানব জ্ঞানের কোন একটি নির্দিষ্ট শাখায় উচ্চমানের তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে, সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জীবন ধারণের উপায় হিসেবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে পেশা বলা হয়।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "পেশা হলো এমন একদল জনগোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণে অভিন্ন সাধারণ মূল্যবোধ, দক্ষতা, কৌশল, জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসরণ ও ব্যবহার করে (Profession is a guoup of people who use in common a system of values, skills, techniques, knowledge and beliefs to meet a specific social need.)।

আলোচ্য ব্যাখ্যানুযায়ী পেশা বলতে সমাজের বিশেষ কোন চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণে সেবা প্রদানে নিয়োজিত উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে (Group) বুঝানো হয়েছে, যারা অভিন্ন মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, বিশ্বাস, নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকগণ যারা উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক ও জৈবিক প্রক্রিয়া সচল রাখার
চাহিদা পূরণে অর্থের বিনিময়ে সেবা দিয়ে থাকেন।

পেশার ধারণা

এ.ই বেন্ (AE Benn)-এর সংজ্ঞানুযায়ী, "পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা বা উপদেশ প্রদানের এমন একটি জীবিকা, যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জন করতে হয়"। (Profession is a calling in which one professes to have acquired specialised knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others.)।

মূলত পেশা বলতে বিশেষ কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে বুঝায়। প্রত্যেক পেশার বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে, যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে পৃথক পরিচিতি দান করে। পেশাগত কাজ, উচ্চতর জ্ঞান, প্রয়োগ দক্ষতা এবং প্রযুক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট পেশাগত নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়। পেশার উদাহরণ হলো চিকিৎসা পেশা, আইন পেশা, প্রকৌশল ইত্যাদি।

পেশার ধারণা

পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী পেশা (Profession) এবং বৃত্তি (Occupation) অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। পেশা এবং বৃত্তি উভয়ে জীবনধারণের উপায়কে নির্দেশ করে। বাহ্যিক দিক হতে পেশা এবং বৃত্তিকে সম-অর্থবোধক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পেশা সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবে অনেক সময় পেশা প্রত্যয়টির অপপ্রয়োগ হয়। যেমন পেশাদার ভিক্ষুক, পেশাদার চোর, পেশাদার খুনি ইত্যাদি। পেশা বলতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বৃত্তিকে বুঝায়। পেশার কতগুলো বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধ থাকে, যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে পৃথক সত্তা দান করে। যেমন, চিকিৎসকের চিকিৎসা, উকিলের ওকালতি ইত্যাদি হলো পেশা।

আর বৃত্তি (Occupation) বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকেই বুঝানো হয়। এর জন্য উচ্চতর তাত্ত্বিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা নেই। যেমন- কুলি, মজুর, কৃষক, গৃহভৃত্য, মাঝিমাল্লার জীবন ধারণের উপায় ইত্যাদি। বৃত্তি হচ্ছে জীবন ধারণের সাধারণ উপায়, যার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা অর্জন করতে হয় না। কিন্তু পেশার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য।

পেশার ধারণা

পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

কোন পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারেন না। যেমন- একজন চিকিৎসক ইচ্ছা করলে আইনজীবী হতে পারেন না। অন্যদিকে বৃত্তি সহজে। পরিবর্তন করা যায়। যেমন- একজন দিন মজুর ইচ্ছা করলে তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অদক্ষ কৃষি শ্রমিক বা রিক্সাচালক হতে পারে।

পেশার সঙ্গে যে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িত, তা একজন সাধারণ বৃত্তিজীবী শ্রমিকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ পেশাগত কাজ উচ্চতর জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন এবং এর সামগ্রিক দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়। পেশাদার ব্যক্তিকে পেশাগত নীতিমালা, পদ্ধতি, মূল্যবোধ মেনে চলতে এবং পেশাগত গুণাগুণ অর্জন করতে হয়, যা বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তবে পেশা আর বৃত্তি সম্পর্কযুক্ত। বৃত্তি (Professional Occupation) পরিভাষার মধ্যে এ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রত্যেক বৃত্তি পেশা নয়, তবে সব পেশাই বৃত্তি।

পেশার ধারণা

পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

কোন পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারেন না। যেমন- একজন চিকিৎসক ইচ্ছা করলে আইনজীবী হতে পারেন না। অন্যদিকে বৃত্তি সহজে। পরিবর্তন করা যায়। যেমন- একজন দিন মজুর ইচ্ছা করলে তার বৃত্তি পরিবর্তন করে অদক্ষ কৃষি শ্রমিক বা রিক্সাচালক হতে পারে।

পেশার সঙ্গে যে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িত, তা একজন সাধারণ বৃত্তিজীবী শ্রমিকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ পেশাগত কাজ উচ্চতর জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন এবং এর সামগ্রিক দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়। পেশাদার ব্যক্তিকে পেশাগত নীতিমালা, পদ্ধতি, মূল্যবোধ মেনে চলতে এবং পেশাগত গুণাগুণ অর্জন করতে হয়, যা বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তবে পেশা আর বৃত্তি সম্পর্কযুক্ত। বৃত্তি (Professional Occupation) পরিভাষার মধ্যে এ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রত্যেক বৃত্তি পেশা নয়, তবে সব পেশাই বৃত্তি।

পেশার ধারণা

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

যে কোন বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোন বৃত্তি পেশার মর্যাদা অর্জন করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়। এজন্য এগুলোকে পেশার মানদণ্ড বলা হয়। পেশার মানদণ্ড সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বৃত্তি সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে সমাজবিজ্ঞানী আর্নেস্ট গ্রীনউড (Ernest Greenwood) পেশার স্বতন্ত্র পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের (Attributes) উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো-

১. সুশৃঙ্খল তত্ত্ব (Systematic theory);
২. পেশাগত কর্তৃত্ব (Professional Authority);
৩. সমাজের স্বীকৃতি (Community sanction);
৪. পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড (Ethical codes);
৫. পেশাগত সংস্কৃতি বা সংগঠন (Professional culture);

পেশার ধারণা

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম ই. উইকেনডেন (William E Wickenden) পেশার ছয়টি মানদণ্ড উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো—

১. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও নৈপুণ্য বা দক্ষতা;

২. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম;

৩.পেশাগত যোগ্যতা, নৈপুণ্য এবং চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পেশার অন্তর্ভুক্ত হওয়া;

৪. পেশাগত নীতি এবং মূল্যবোধ, যার মাধ্যমে পেশাদার ব্যক্তির সামগ্রিক পেশাগত সম্পর্ক ও আচার-আচরণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়;

৫. রাষ্ট্র বা সহকর্মীদের দ্বারা পেশাগত মর্যাদার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি;

৬. পেশার উন্নয়ন ও পেশাদার ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণে পেশাগত সংগঠন।

পেশার ধারণা

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

মনীষী চার্লস ডি গার্ডিন (Charles D. Garvin) তাঁর "Social Work in Contemporary Society" (1998) গ্রন্থে পেশার বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। সংক্ষেপে এগুলো আলোচনা করা হলো-

১. সুশৃঙ্খল জ্ঞান এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি (Systematic body of knowledge and theoritical basis) : প্রত্যেক পেশার নির্দিষ্ট বিষয়ে সুশৃঙ্খল জ্ঞান অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকতে হয়। পেশাগত জ্ঞান সংকলিত ও সমন্বিত হতে হয়। সুশৃঙ্খল জ্ঞান এবং সে জ্ঞানের অনুশীলন পেশার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংকলিত ও সমন্বিত পেশাগত জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অর্থাৎ তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হবে। চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল ইত্যাদি পেশার পেছনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রধান ভূমিকা পালন করছে। তত্ত্ব পেশার অনুশীলনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে।

পেশার ধারণা

পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

২. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (University education and training): পেশাগত মর্যাদা অর্জনের জন্য উচ্চপর্যায়ের বিশেষায়িত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজ পর্যায়ে সম্পন্ন হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা পেশাগত শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

৩. উচ্চপর্যায়ের দক্ষতা (High level of skill): পেশাদার কর্মসম্পাদনের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা ও যোগ্যতা জড়িত। সুশৃঙ্খল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে বিশেষ ক্ষেত্রে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান অনুশীলনের উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ পেশাগত মর্যাদার অধিকারী।

৪ . উপার্জনশীল (Income production) : পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ আয়ের উৎস হিসেবে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে ব্যবহার করে। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ, পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৫. পেশাগত সংগঠন (Professional Organization): পেশার উন্নয়ন এবং পেশাদার ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণে পেশাগত সংগঠন থাকে। পেশার মান বজায় রাখতে সংগঠনের প্রয়োজন।

পেশার ধারণা

পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

৬. পেশাগত নিয়ন্ত্রণ (Professional control) : পেশাগত মর্যাদা লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো বিধিবিধান ও আইনের মাধ্যমে পেশার অন্তর্ভুক্তি, পেশাগত পরিচিতি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা। পেশাগত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ।

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

৭. আদর্শগত ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ (Moral and ethical controls): পেশার আদর্শ ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলতে পেশাগত আচরণের উচিত-অনুচিতের আদর্শগত ভিত্তিকে বুঝায়। পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক পেশার নৈতিক মানদণ্ড ও পেশাগত মূল্যবোধ থাকে। একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থে এ্যাপেনডিক্স (Appendix) অপরেশনের পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপ আইন পেশায় নিয়োজিত আইনজ্ঞ বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একসঙ্গে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

৮. পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য ফলাফল (Measurable and observable results): পেশার মর্যাদা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো পেশা অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজ বা প্রদত্ত পেশাগত সেবা জনগণ দ্বারা যাচাই, পর্যবেক্ষণ অথবা পরিমাপযোগ্য হতে হবে। পেশাগত সেবার বাস্ত ব ফল পর্যবেক্ষণযোগ্য না হলে পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

পেশার ধারণা

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

৯. ঝুঁকিপূর্ণদের সংরক্ষণ (Protection of the vulnerable) : প্রত্যেক পেশার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাকে অরক্ষিত, ক্ষতিগ্রস্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। বেশির ভাগ পেশার ক্ষেত্রেই লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী সমস্যাগ্রস্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ অরক্ষিতদের সংরক্ষণ, পেশাগত মর্যাদার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

পেশার ধারণা

পেশার বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড

১০. সমাজের স্বীকৃতি (Community sanction) : প্রত্যেক পেশার পেশাগত মর্যাদার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি থাকতে হয়। সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে এরূপ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে পেশা বলা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের অভাবে কোন বৃত্তি সত্যিকার অর্থে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারে না।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

সমাজকর্ম একাধারে একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান (Applied social science) এবং সাহায্যকারী পেশা (Helping Profession)। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানব হিতৈষী দর্শন এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতাভিত্তিক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজকর্মকে অন্যান্য পেশা থেকে পৃথক পরিচিতি দান করেছে। ব্যক্তি, পরিবেশগত উপাদান এবং আচরণের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আরমান্ডো মোরেলস বলেছেন, "সাহায্যকারী পেশাগুলোর মধ্যে সমাজকর্ম অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।" (Social Work is unique among the helping profession because of the dual focus on the person and the environment.) সমাজকর্ম অনুশীলনে "Total person in the total environment" এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিবারকে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং আচরণ পরিবর্তনের একক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করে। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে অধিকাংশ সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার মূল উৎস সামঞ্জস্যহীন এবং ত্রুটিপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্ক। পরিবার হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক একক এবং সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রধান সুবিধাভোগী (Client)। সমষ্টির সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার প্রতি সমাজকর্ম গুরুত্ব প্রদান করে। সমাজকর্মীরা সমষ্টি সম্পদ বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান অর্জন এবং সমস্যা সমাধানে সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করে।

সমাজকর্ম অনুশীলনে তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে (Supervision Process) শিক্ষণ প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অদক্ষ, স্বল্প দক্ষ এবং অনভিজ্ঞদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষণ কৌশল হিসেবে তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার ব্যবহার সমাজকর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে অনন্য সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম সমাজকর্মে প্রচলিত। শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা (Academic classes) এবং সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতা (Live field experience) অর্জন সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য। সমাজকর্মে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি, ডিপ্লোমা কোর্স বিশ্বের সবদেশে প্রচলিত রয়েছে। অ্যাক্রিডিটেনশন-এর মাধ্যমে সমাজকর্মের শিক্ষার মান নিশ্চিত করা হয়।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

সমাজকর্ম হলো মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা (Value guided profession), এটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। সমাজকর্ম পেশাগত মূল্যবোধ এবং অপেশাগত মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত। সমাজকর্মের নিজস্ব কতগুলো পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে (যেমন ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ), যেগুলো সমাজকর্ম অনুশীলনে প্রভাব বিস্তার করে। সমাজকর্ম হলো কতগুলো পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া। বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে নিজস্ব পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে সেসব জ্ঞান প্রয়োগ করে। পদ্ধতি নির্ভর সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন রয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার উন্নয়ন ও পেশাদার ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণে পেশাগত সংগঠনগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসব সংগঠনের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কারস, কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কার্স (আমেরিকা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পেশাগত সম্পর্ক। সমাজকর্ম অনুশীলন প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি হলো পেশাগত সম্পর্ক। সমাজকর্মের পরিভাষায় এরূপ সম্পর্ককে র‍্যাপো (Rappot) বলা হয়। পেশাগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া হলো সামাজিক ভূমিকা পালনজনিত সমস্যার মূল উৎস। সুতরাং সমাজকর্মীদের সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করতে হয়।

সমাজকর্ম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (Social institutions) প্রতি গুরুত্বারোপ করে। মানবীয় সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করতে হয়। কারণ সামাজিক সমস্যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে মোকাবেলা করা যায়। যেমন অপরাধপ্রবণ কিশোরকে ব্যক্তিগত চিকিৎসার (Individual therapy) মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন করা যায়। অন্যদিকে, সমাজকর্মীরা বিশ্বাস করে হাজার হাজার কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সমাজকর্মের কার্যপ্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়া সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম একাধারে পেশা এবং ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কারস এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বের ৯০টি অঞ্চলের সাড়ে সাত লাখ পেশাদার সমাজকর্মী এর সদস্য। বিশ্বব্যাপী সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা মানবসেবা ও সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়ার উন্নয়নে সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্ম মানববিকাশ, আচরণ এবং বৃহত্তর সমাজব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জন করে নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করে। সামাজিক সমস্যার প্রতিকার এবং প্রতিরোধে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে বিরাজমান উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, বৈষম্য, অন্যায় অবিচার মোকাবেলায় সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা যায়। সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে যথাযথ সামাজিক নীতি, সামাজিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারে।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

বিশ্বব্যাপী সরকার এবং এনজিও পরিচালিত সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐতিহ্যগতভাবে সমাজকর্ম অনুশীলনের তিনটি মৌলিক পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্ম (Social Casework, Social Group Work and Community Social Work)। সমাজকর্মের এসব পদ্ধতিগুলোর জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা হয় যাতে সে তার পরিবেশের সার্বিক অবস্থা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

পেশাদার সমাজকর্মের কর্মচক্রের (Working Cycle) মধ্যে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন সমাজকর্মে ব্যক্তিকে সাহায্য করা হয়, যাতে সে কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবারকে সাহায্য করা হয়, যাতে এগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করা হয়, যাতে বৃহত্তর সমষ্টির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আর সমষ্টিকে সাহায্য করা হয়, যাতে ব্যক্তির চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে অধিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করতে পারে।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের সহায়ক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম গবেষণা, সমাজকর্ম প্রশাসন' এবং সামাজিক কার্যক্রম। সমাজসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পরিচালনা, সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও সামাজিক আইন প্রণয়ন এবং পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক পদ্ধতিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, শিশুকল্যাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী সেবা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধন সেবা, সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম, যুব ও মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন সেবা, সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় পেশাদার সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারে।

সমাজকর্ম অনুশীলনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষমতায়ন। সমাজকর্ম অনুশীলনে ক্ষমতায়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, দল এবং সমষ্টিকে ব্যক্তিগত, আন্তঃব্যক্তিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করা হয়। সমাজের দুঃস্থ ও বঞ্চিত শ্রেণি যাতে তাদের জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সামর্থ্য অর্জনে সাহায্য করাই ক্ষমতায়নের লক্ষ্য।

পেশার ধারণা

সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব

আধুনিক সমাজে পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মনীষী আরমাণ্ডো মোরেলস এবং বিডব্লিউ শ্যাফর বলেছেন, "Social Work deals with almost every facet of life and almost every element of the population."৪ অর্থাৎ সমাজকর্ম মানবজীবনের প্রতিটি দিকে এবং প্রতিটি উপাদান নিয়ে ব্যাপৃত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

টপিক – ০২ মুল্যবোধের ধারণা

টপিক ০২: মুল্যবোধের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম মূল্যবোধ নির্দেশিত একটি সাহায্যকারী পেশা; মূল্যবোধ নিরপেক্ষ (Value free) নয়। সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশনের মন্তব্য হলো, "সমাজকর্ম হলো মূল্যবোধ, তত্ত্ব এবং অনুশীলন-এ তিনটির আন্তঃসম্পর্কিত একটি ব্যবস্থা (Social work is an interretaled system of values, theory and practice.)। মানুষকে সাহায্য করার ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো সমাজকর্মকেও কমবেশি মানবিক মূল্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সমাজকর্মীরা মানুষ এবং মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত। বস্তুত যেখানে মানুষ থাকবে সেখানে মানুষের মূল্যবোধও থাকবে। পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি কতগুলো মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়। এটি কোন সমাজেই লিপিবদ্ধ থাকে না। সমাজের রীতি নীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে উঠে। ফলে সমাজভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

মূল্যবোধ বলতে, মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদণ্ডকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভালমন্দ বিচার করা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "মূল্যবোধ হলো সেসব প্রথা, আচরণের মানদণ্ড এবং নীতি যেগুলো কোন একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, একটি দলের সদস্য অথবা ব্যক্তি প্রত্যাশিত বলে বিবেচনা করে।" (Values are the customs, standards of conduct and principles considered desirable by a culture, a group of people or an indviduals.)। মেটা স্পেনসারের (Metta Spencer) মতে, "মূল্যবোধ হলো একটা মানদণ্ড, যা আচরণের ভালমন্দ বিচারের এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন লক্ষ্য হতে কোন একটি লক্ষ্য পছন্দ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম মূল্যবোধ নির্দেশিত একটি সাহায্যকারী পেশা; মূল্যবোধ নিরপেক্ষ (Value free) নয়। সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশনের মন্তব্য হলো, "সমাজকর্ম হলো মূল্যবোধ, তত্ত্ব এবং অনুশীলন-এ তিনটির আন্তঃসম্পর্কিত একটি ব্যবস্থা (Social work is an interretaled system of values, theory and practice.)। মানুষকে সাহায্য করার ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো সমাজকর্মকেও কমবেশি মানবিক মূল্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সমাজকর্মীরা মানুষ এবং মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত। বস্তুত যেখানে মানুষ থাকবে সেখানে মানুষের মূল্যবোধও থাকবে। পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি কতগুলো মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের ধারণা

মনীষী মিলটন রোকেশ (Milton Rokeach) তাঁর The Nature of Human Values গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, মূল্যবোধ হলো এক ধরনের বিশ্বাস, যা ব্যক্তি মানুষের সার্বিক বিশ্বাস ব্যবস্থার (Total belief system) কেন্দ্রে অবস্থান করে ব্যক্তির কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় সে সম্পর্কে অথবা মর্যাদা অর্জন করা বা না করা সম্পর্কে বিশ্বাসবোধের জন্ম দেয়। মূল্যবোধগুলো প্রত্যেক মানুষের অন্তর থেকে জীবন কীরূপ হওয়া উচিত এবং ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্যে পৌঁছার কার্যাবলির নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ হলো মানুষের ইচ্ছা ও বিশ্বাসবোধের একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালিত এবং যার মাধ্যমে সমাজে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালমন্দ বিচার করা হয়। সমাজে প্রত্যেক মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত তার নির্দেশনা দান করে মূল্যবোধ। যেমন- ন্যায়পরায়নতা, কর্ম, সাফল্য, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি মূল্যবোধের উদাহরণ।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ের মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ : ব্যক্তিগত পর্যায়ের মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যানধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে। যেগুলো পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

দলীয় মূল্যবোধ: দলীয় লক্ষ্য, আদর্শ ও নীতিবোধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা বিচারবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।

সামাজিক মূল্যবোধ : যেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যানধারণা ও সংকল্প মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং আচার-আচরণ পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টি হলো সামাজিক মূল্যবোধ। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজ অনুমোদিত অন্যান্য ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ই ম্যারিল (Francises E Merill) তাঁর 'Analysing Social Problems' গ্রন্থে বলেছেন, সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের এমন একটি ধরন, যেগুলো দলীয় কল্যাণের জন্য সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মানুষ বিবেচনা করে।

মূল্যবোধের ধারণা

মূল্যবোধের ধারণা

পেশাগত মূল্যবোধ : প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত মূল্যবোধ হলো প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট পেশার উদ্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি, যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবহারিক দিক হতে মূল্যবোধ দু'ধরনের হয়। যেমন-

ভাবপূর্ণ বা অভিব্যক্তিসূচক মূল্যবোধ (Experessive Values) : চিত্তবিনোদন, সৌন্দর্য, ধর্মীয় প্রভৃতি মূল্যবোধ হলো ভাবপূর্ণ বা অভিব্যক্তিসূচক মূল্যবোধ। মুখ্য মূল্যবোধ (Gold Values): সমগ্র সমাজ গৃহীত এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মূল্যবোধগুলো হলো মুখ্য মূল্যবোধ। এসব মূল্যবোধ সার্বিক এবং সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের ধরণ

সমাজকর্ম অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধগুলোকে তিনটি দিক হতে আলোচনা করা যায়। পরম মূল্যবোধ (Ultimate Values): যেসব মূল্যবোধ সামাজিক দল বা গোষ্ঠীর দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশে পৌছার, সাধারণ নির্দেশনা দান করে, সেসব মূল্যবোধকে পরম মূল্যবোধ বলা হয়। (Ultimate Values are broadly conceived and provided general guidance to a group's long-term aims.) এগুলো বৃহত্তর পরিসরে অনুসৃত চূড়ান্ত মূল্যবোধ। সমাজকর্মে পরম মূল্যবোধের উদাহরণ হলো মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সাম্য অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বৈষম্য না করা ইত্যাদি।"

সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ (Proximate values): যেসব মূল্যবোধ অধিক সুনির্দিষ্ট এবং স্বল্পকালীন লক্ষ্য নির্দেশ করে, সেগুলো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ (Proximate Values are more specific and suggest short term goals.). সমাজকর্মে সেবাগ্রহীতার স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যকর গৃহায়নের অধিকার সংশ্লিষ্ট নীতি, মানসিক চিকিৎসাধীন রোগীর বিশেষ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ না করার অধিকার প্রভৃতি এ জাতীয় মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের ধরণ

কর্ম সম্পাদনের উপায় হিসেবে মূল্যবোধ (Instrumental values): যেসব মূল্যবোধ নির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের উপায় বা হাতিয়ার হিসেবে অনুসরণ করা হয়, সেগুলো এ জাতীয় মূল্যবোধ। এগুলো প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছার প্রত্যাশিত উপায় নির্ধারণ করে। (Instrumental values specify desirable means to desirable ends.) সমাজকর্মে এরূপ মূল্যবোধের উদাহরণ হলো, সেবাগ্রহীতার গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদি।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম মুল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্মের নির্দিষ্ট পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে, যেগুলো সমাজকর্মীদের পেশাগত আচার-আচরণ পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে। যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, মৌলিক নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের উপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলোর সমষ্টিই হলো সমাজকর্মের মূল্যবোধ। সমাজকর্মের মূল্যবোধ সর্বজনীন ধর্মীয় নীতি এবং বুদ্ধিভিত্তিক মানবিক আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। মনীষী গ্র্যাস কোয়েল (Grace Coyle) সংক্ষেপে এবং সহজভাবে সমাজকর্মের দার্শনিক ভিত্তি তুলে ধরেছেন। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী সমাজকর্মের মৌলিক দার্শনিক মূল্যবোধ হলো æRespect for human personality and belief in democracy”।১২ সমাজকর্মে মানব ব্যক্তিত্ব (Human personality) হলো এক স্বতঃসিদ্ধ অন্তর্নিহিত দার্শনিক মূল্যবোধ। সমাজকর্মে মানব মর্যাদা ও তার অন্ত-র্নিহিত মানবিক সত্তার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সমাজকর্মীরা সদা সচেতন থাকে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো হলো এর উদ্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি। যেগুলো সমাজকর্মীদের পেশাগত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষকে বোঝার শ্রেয়তর উপায় এবং সমাজকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে, সমাজকর্মের সাধারণ কতিপয় মূল্যবোধ রয়েছে। মনীষী চার্লস এস লেভী (Charles S Levy) তাঁর The Value Base of Social Work গ্রন্থে সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধের একটি সুশৃংখল পরিকল্পনা (Organized Scheme) উপস্থাপন করেছেন, যা থেকে সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চার্লস লেভী নির্ধারিত সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো হলো-

১. সকল মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন (Believe in the inherent worth and dignity of all people);

২. মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সহজাত প্রবণতায় বিশ্বাস (Believe in the inherent capacity and drive of people);

৩. নিজের এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব (Responsibility for self and for society);

৪. মানুষের স্বত্বাধীন বা সম্পৃক্ত হবার চাহিদা (People need to belong);

সমাজকর্ম পেশার মুল্যবোধ

৫. প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অভিন্ন সাধারণ মানবিক চাহিদা (There are human needs common each person)।

৬. সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (Social opportunity);

৭. সম্পদ এবং সেবা (Resources and services);

৮. সমান সুযোগ-সুবিধা (Equal opportunity)।১৩

মূল্যবোধের ধারণা

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রকাশিত Encyclopaedia of Social Work গ্রন্থে সমাজকর্মের চৌদ্দটি সাধারণ মূল্যবোধ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব মূল্যবোধগুলো হলো-

১. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি (Individual worth and dignity);

২. মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect for people);

৩. পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থ্যের মূল্যায়ন (Valuing individuals capacity for change);

৪. সেবা গ্রহণকারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Client self determination);

৫.গোপনীয়তা (Confidentiality and privacy);

৬. মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান (Providing individuals with opportunity to realize their potential);

৭. ব্যক্তির সাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ অনুসন্ধান (Seeking to meet. individuals common human needs);

৮. সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের অঙ্গীকার (Commitment to social change and social justice);

মুল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মুল্যবোধ

৯.মৌল চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত সম্পদ ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্র অনুসন্ধান (Seeking to provide
individuals with adequate resources and services to meet their basic need);

১০. সুবিধাভোগীদের ক্ষমতায়ন (Client empowerment);

১১. সমান সুযোগ-সুবিধা (Equal opportunity);

১২. বৈষম্য না করা (Non-discrimination);

১৩. মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect of human diversity);

১৪. অন্যের নিকট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রচারের ইচ্ছা (Willingness to transmit professional knowledge and skills to others)*

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

সমাজকর্মের প্রধান মূল্যবোধগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. সকল মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস (Believe in the inherent worth and dignity of all people): সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক মূল্যবোধ হলো সকল মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। সমাজকর্মীরা সকল মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। সমাজকর্মের এরূপ পেশাগত মূল্যবোধ সমাজের প্রতিটি মানুষের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২. পরিবর্তন সাধনে মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত ক্ষমতা ও প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস (Believe in the inherent capacity and drive of people for change): প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতা ও সহজাত প্রবণতা রয়েছে, যা দ্বারা সে নিজের জীবনকে অধিক পরিপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোন না কোন সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতা রয়েছে; যা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনের উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

৩. নিজের এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব (Responsibility for self and for society): সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয় সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতি যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি সমাজের প্রতিও দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

৪. মানুষের স্বত্বাধীন বা সম্পৃক্ত হবার চাহিদার স্বীকৃতি (People need to belong) : এরূপ মূল্যবোধের মূল দার্শনিক নির্দেশনা হলো প্রত্যেক মানুষ অতিরিক্ত একাকীত্ব এড়িয়ে চলতে চায়। মানুষ যে কোন ভাবে নিজেকে গোষ্ঠী বা নিজ সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত রাখার আকাংখা পোষণ করে। মিথষ্ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যেক মানুষ নিজ মানবীয় গুণাবলীর স্বীকৃতি পায় এবং অন্যকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যখন পরিচিতি ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ মিথষ্ক্রিয়া করার ক্ষমতা লাভ করে, তখন সে নিজের ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এজন্য প্রত্যেক মানুষ বৃহত্তর সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ এড়িয়ে নিরাপত্তা লাভের প্রয়োজন অনুভব করে। আর এরূপ সহজাত অনুভূতির প্রতি সমাজকর্ম পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করে।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

৫. অভিন্ন সাধারণ মানবিক চাহিদা (Common human needs): সমাজের প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অভিন্ন সাধারণ মৌল চাহিদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ। জীবনধারণ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক মানুষের কতিপয় সাধারণ মৌল মানবিক চাহিদা রয়েছে; যদিও প্রতিটি মানুষ একজন অন্যজন হতে স্বতন্ত্র ও পৃথক।

৬. সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (Social opportunity): মানুষকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সেবা প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হলো সামাজিক সুযোগ-সুবিধা। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও অন্ত কি র্নিহিত সত্তা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সমাজে বিরাজমান থাকতে হবে। সমাজে মানবসত্তা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা না থাকলে, সমাজকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ আশা করা যায় না।

সমাজকর্ম পেশার মুল্যবোধ

৭. সম্পদ এবং সেবা (Resources and services) : এ মূল্যবোধটি মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট সমস্যা বিবেচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজে বিরাজমান সামাজিক সমস্যা বিমোচনের মত সম্পদ এবং সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা না থাকলে, মানুষের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়। প্রাপ্ত সম্পদ ও সেবা প্রদান ব্যবস্থার (Service delivery system) আওতায় সমাজকর্মীরা সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করে।

৮. সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার (Equal opportunity) : সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার থাকতে হবে, যাতে প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে। সমানাধিকারের সুযোগ-সুবিধা মানুষের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে। সমাজকর্মে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম-মর্যাদা ও সমঅধিকার দান করা হয়। এতে সকল মানুষকে সম-দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণিকে গুরুত্ব না দিয়ে সবার প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া হয়।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

৯. ব্যক্তির আত্ম-সংরক্ষণে সহজাত অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের স্বীকৃতি (Recognition of the inherent capacity of the individual for self-maintenance) : সমাজকর্মে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রতিভা, যা দ্বারা নিজেকে সংরক্ষণ করে তার প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার এবং বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা রয়েছে। নিজের অথবা বাইরের কোন অস্বাভাবিক অবস্থার প্রভাবে ব্যক্তি যখন নিজ ক্ষমতা দ্বারা নিজেকে সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়, তখন সমাজকর্মীরা হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে তাকে সাহায্য করে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্তা ও প্রতিভার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সমাজকর্মের সর্বজনীন মূল্যবোধের অন্যতম।

১০. ব্যক্তিগত সংহতি বিধানের সহজাত চেতনার স্বীকৃতি (Recognition of the individual's personal integrity) : জীবনধারার বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির খাপ খাওয়ানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং সামর্থ্যকে বলা হয় সংহতি স্থাপন (Integrity)। জীবনধারার পরিবর্তনশীল বিচিত্র ও জটিল অবস্থার সঙ্গে সংহতি বিধানের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে সমাজকর্মে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটি সমাজকর্মের যেমন একটি কৌশল, তেমনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (Approach)।

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

১১. ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি (Recognition of individual rights): সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির বহুমুখী প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান। ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতির অর্থই মানব ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ মূল্যবোধ সেবা প্রদানের সময় বা সেবাগ্রহীতাকে (Client) সাহায্যদানের সময় তার অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

১২. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার (Right of self determination) : সমাজকর্ম মানুষকে তার চাহিদা, পছন্দ, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার অধিকার দানে বিশ্বাসী। সমাজকর্ম মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের মতামত, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, প্রত্যেক মানুষ নিজের সমস্যা, সম্পদ ও সমাধান সম্পর্কে বেশি অবগত। জোরপূর্বক কোন সিদ্ধান্ত বা সমাধান চাপিয়ে দেয়ার নীতিতে সমাজকর্ম বিশ্বাসী নয়। সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য 'Helping people to help themselves' এবং 'Helping those who could not help themselves.'

মূল্যবোধের ধারণা

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

১৩. ব্যক্তিস্বাধীনতা (Individual freedom): ব্যক্তিস্বাধীনতা হলো এমন ধরনের সুযোগ-সুবিধা, যে সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। সমাজকর্মের আদর্শ ও নীতিমালার আওতায় সেবাপ্রার্থীকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। যাতে সেবাপ্রার্থী প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার দ্বারা হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়।

১৪. মানব বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect of diversity): মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। সমাজকর্মের অনুশীলন ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, চাহিদা, পেশা প্রভৃতি বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ মানুষকে নিয়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করতে হয়। বিচিত্র ধরনের পরিবেশে সমাজকর্মীদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমাজকর্মীরা নিজেদের বিচিত্র ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা, এজেন্সী, সেবা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

টপিক – ০৩ সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

টপিক ০৩: সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

আধুনিক শিল্প সমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও সাহায্যকারী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম স্বীকৃত। সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল উপায়ে মানবসেবা (Human service) প্রদানের একটি পেশাগত প্রক্রিয়া। সমাজকর্ম অনুশীলন কতগুলো নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সমাজ এবং সমাজের মানুষের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম অনুশীলন নীতিগুলো গড়ে উঠেছে। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার হলো সমাজকর্মের মৌলিক নীতি।

সাধারণত যে সব নিয়ম, পূর্বধারণা ও বিশ্বাস সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলোর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পথ নির্দেশ করে, সে সব পূর্ব ধারণাগুলোকে সমাজকর্মের সাধারণ অনুশীলন নীতি বলা হয়। সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের সময় পূর্ব নির্ধারিত যে সব বিশ্বাস ও আদর্শকে পথ নির্দেশিকা (Guide line) হিসেবে অনুসরণ করা হয়, সেগুলোকে সমাজকর্মের নীতি বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সময় এসব নীতিমালা যথাযথভাবে -অনুসরণ করতে হয় বলে এগুলোকে সমাজকর্মের সাধারণ নীতি (Generic Principles) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব নীতিমালা, মানুষের বহুমুখী সমস্যা, চাহিদা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

মনীষী WA Friedlander সমাজকর্মের নিচের চারটি সাধারণ নীতির উল্লেখ করেছেন-

১. ব্যক্তির অন্তনিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি (Recognition of the inherent worth and dignity of the individual);

২. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান (Right of self determination);

৩. সমান সুযোগের অধিকার (Right of equal opportunities);

৪. সামাজিক দায়িত্ব (Social responsibilities) ।

সমাজকর্মের সাধারণ অনুশীলন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার মনীষী মলি আর হ্যানকক (Molly R Hancock-1997) সমাজকর্ম অনুশীলন নীতিগুলোকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি সমাজকর্মের বারটি অনুশীলন নীতি তিনভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন- সমাজকর্ম অনুশীলনের নৈতিক নীতি; সমাজকর্মীর পেশাগত কর্মসম্পাদনের প্রয়োজনীয় নীতি এবং সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন নীতি।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

সমাজকর্মের অনুশীলন নীতিগুলো উল্লেখ করা হলো–

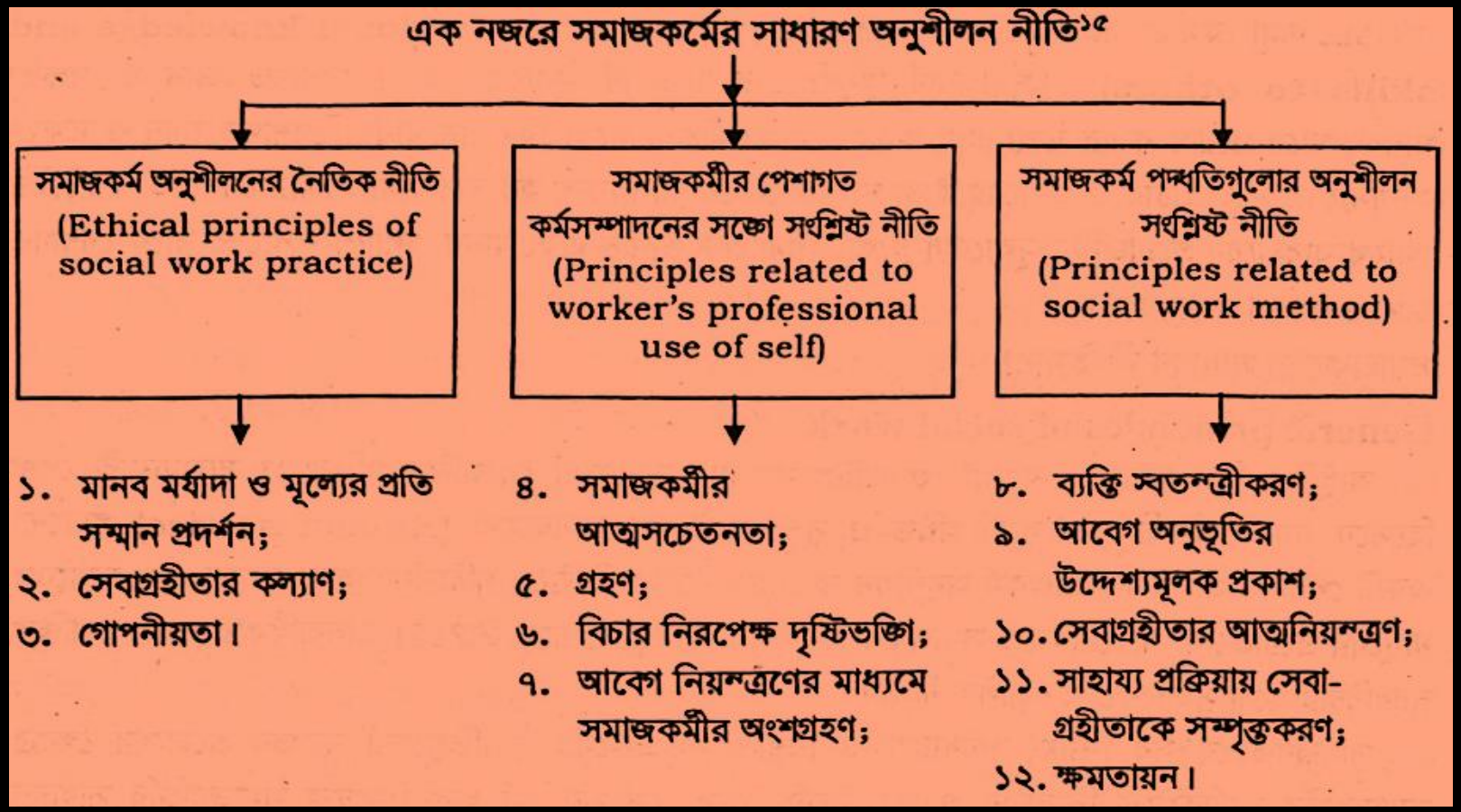

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

সমাজকর্মের অনুশীলন নীতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. মানব মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect for human worth and dignity): সমাজকর্মের সর্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি হলো মানব মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এটি সমাজকর্মের প্রধান নৈতিক নীতি। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা মর্যাদা রয়েছে এবং মর্যাদার স্বীকৃতি চায়। সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত সেবাগ্রহীতাকে তার স্বীয় মর্যাদা ও পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সমাজকর্মের সবগুলো পদ্ধতি বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ব্যক্তির মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

২ . সেবাগ্রহীতার কল্যাণ (Client's wellbeing): সমাজকর্মীদের সবধরনের পেশাগত কার্যক্রমের মূল সেবাগ্রহীতার কল্যাণ। সমাজকর্মীর দায়িত্ব হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োগের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান। পেশাগত সম্পর্ককে সমাজকর্মীরা যাতে যেকোন উপায়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে, তার প্রতি এ নীতিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজকর্মীকে সেবাগ্রহীতার স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি সদা সচেতন থাকতে হয়। মূলত নীতিগতভাবে (Ethically) সমাজকর্মীর সেবা প্রদান সংক্রান্ত ছোটবড় যেকোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি হলো সেবাগ্রহীতর কল্যাণ। সেবাগ্রহীতার কল্যাণকে সবকিছুর উর্দ্ধে স্থান দিতে হয়।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

৩.গোপনীয়তা (Confidentiality) : গোপনীয়তা পেশাগত সেবা প্রদানের অপরিহার্য নৈতিক উপাদান। যা ছাড়া সমাজকর্মী এবং সেবাগ্রহীতার মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী এবং সেবাগ্রহীতার মধ্যে যা কিছু ঘটছে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহ পথ হলো গোপনীয়তা। এ নীতির মূল কথা হলো, যেসব তথ্যাদি প্রকাশ হলে ব্যক্তির স্বাভাবিক সামাজিক জীবন অথবা মানবাধিকার ব্যাহত হয় সেসব তথ্যাদি প্রকাশ করা যাবে না। গোপনীয়তা শুধু সমাজকর্মীদের নৈতিক আচরণ নয়; বরং সব পর্যায়ে কার্যকর সমাজকর্ম অনুশীলনের অপরিহার্য উপাদান। তথ্য (Information) সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রধান এবং একক হাতিয়ার। আর তথ্য সংগ্রহের নৈতিক হাতিয়ার (Ethical instrument) হলো গোপনীয়তা। গোপনীয়তার নীতিতে আবদ্ধ না হলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

গোপনীয়তার নীতি অনুসরণে কতগুলো বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকতে হয়। যেমন-

দেশের প্রচলিত আইন; সমাজের অন্যান্য মানুষের অধিকার; সমাজের বৈধ কল্যাণ এবং এজেন্সীর নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য প্রভৃতি।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

৪. আত্মসচেতনতার দায়িত্ব (Responsibility for self-awarness): পেশাগত সেবা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে সমাজকর্মীর নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতা সচেতন ও সুশৃঙ্খল ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আত্মসচেতনতা। সমাজকর্মী নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজেকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করবেন। সমাজকর্মীর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মসচেতনতার পরিবর্তন ঘটে।

৫. গ্রহণ (Acceptance): গ্রহণ সমাজকর্ম অনুশীলনের এমন একটি নীতি, যার মাধ্যমে পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। গ্রহণ নীতির অনুশীলন প্রাথমিক পর্যায়ে সেবাগ্রহীতার আচার আচরণ মূল্যায়নে সমাজকর্মীকে সাহায্য করে। গ্রহণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সমাজকর্মী এবং সেবাগ্রহীতা পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করার মাধ্যমে এ নীতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। এজেন্সী বা সমাজকর্মীর. নিকট প্রথম আসার সময় সেবাপ্রার্থীর ভয়ভীতি, দ্বন্দ্ব, হতাশা, উদ্বেগ প্রভৃতি থাকা স্বাভাবিক। সমাজকর্মী পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে সেবাপ্রার্থীকে এমনভাবে গ্রহণ করবেন, যাতে সমস্যা সমাধানের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

৬. বিচার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি (Nonjudgmental Attitude) : সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব হলো সেবাপ্রার্থীর সমস্যা উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করা। সেবাগ্রহীতার দোষগুণ বিচার করে সেবাগ্রহীতার উপর দোষ চাপানো সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব নয়। সমস্যাগ্রস্ত সেবাপ্রার্থী, সমাজকর্মীর নিকট নিজেকে তখন নিরাপদ মনে করবে, যখন সে দেখবে সমাজকর্মী, সত্যিকারভাবে বিচার নিরপেক্ষ (Judgment free) দৃষ্টিকোণ হতে তাকে গ্রহণ করছে। পেশাগত সমাজকর্মে ব্যক্তির আচার-আচরণ মূল্যায়ণ ও বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন; ব্যক্তি হিসেবে সেবাপ্রার্থীর দোষ নির্দোষ যাচাইয়ের জন্য নয়।

৭. সমাজকর্মীর আকো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ (Social Worker's Controlled emotional involvement) : আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সেবাগ্রহীতাকে, সমাজকর্মীর অর্থহীন অনুভূতি ও সহানুভূতি হতে রক্ষা করা, যাতে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। এ নীতি অনুশীলন সমাজকর্মীদের স্বীয় আবেগ, অনুভূতি সম্পর্কে আত্মসচেতন হতে সাহায্য করে। সমাজকর্ম সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার লক্ষ্যার্জনে সমাজকর্মীর আবেগ, অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সমাজকর্ম অনুশীলনের যেকোন ক্ষেত্রে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রদত্ত সেবার কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজকর্মীর পেশাগত সত্তাকে (Professional self) সুশৃঙ্খল ও কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে এ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

৮ . ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ (Individualization): মানব সত্তার সহজাত মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি প্রকাশ হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ। সেবাগ্রহীতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী হিসেবে এ নীতির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুশীলন করতে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা কারা এবং তাদের সমস্যা কী? (Who are these people and what is their problem?) এ বিষয়টি ফুটে উঠে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সমাজকর্মের সব পদ্ধতির অর্থাৎ ব্যক্তি, দল, সমষ্টি এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি, দল, সমষ্টি ও সংগঠনের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ হলো পেশাগত সমাজকর্মের অন্যতম প্রধান পদ্ধতিগত নীতি।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

৯. উদ্দেশ্য প্রণোদিত আবেগের প্রকাশ (Purposeful expression of feelings) :

সেবাপ্রার্থীর আবেগ ও অনুভূতির উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশ, কার্যকর সেবাপ্রদানের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। সেবাপ্রার্থীর যন্ত্রণাদায়ক, অস্বস্থিকর ও উদ্বেগজনক অনুভূতি প্রকাশে সমাজকর্মী উৎসাহিত করেন, যাতে সে নিজেকে হালকা করতে সক্ষম হয়। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের আবেগ, অনুভূতি প্রকাশে সমাজকর্মী উৎসাহিত করবেন, যাতে সমস্যা সমাধানে সেবাপ্রার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো- ইতিবাচক ও গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সেবাপ্রার্থীকে চাপ এবং টানাপোড়ণ থেকে মুক্তি দেয়া। যখন সেবাগ্রহীতার নেতিবাচক আবেগ অনুভূতি তার সমস্যার অংশ হয়, তখন উদ্দেশ্যমূলক আবেগের প্রকাশ তাদেরকে সমস্যামুক্ত করে।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

১০. আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-determination): আত্মনিয়ন্ত্রণ সব ধরনের সেবাগ্রহীতার একটি মৌলিক অধিকার। সমাজকর্মীদের নৈতিক ব্যবহারিক নীতি হলো সেবাগ্রহীতার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কোন কিছু জোরপূর্বক চাপিয়ে না দেয়া। সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হয়। এ নীতি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জনগণকে আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতির যথাযথ অনুসরণ সাহায্যদান প্রক্রিয়া ব্যক্তির সামর্থ্য, ক্ষমতা, দুর্বলতা প্রভৃতি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

১১. সেবাদান প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতার অংশগ্রহণ (Involvement of the client in the helping process): সমাজকর্মে পেশাগত সেবা প্রদান প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্মী এবং সেবাগ্রহীতার যৌথ উদ্যোগ। সুতরাং সেবাদান প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহীতার অংশগ্রহণ নীতি প্রয়োগ সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় আরম্ভ বিন্দু অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রতিটি পর্যায়ে সেবাগ্রহীতার অংশগ্রহণ অপরিহার্য উপাদান। সমাজকর্মীরা বিভিন্ন উপায়ে সেবাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করে, যাতে তারা নিজেদের সামর্থ ও ক্ষমতা অনুযায়ী সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

১২. সেবাগ্রহীতাদের ক্ষমতায়ন (Empowerment): সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো সেবাগ্রহীতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা ক্ষমতায়ন। সমাজকর্ম অনুশীলনে ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, দল ও সমষ্টিকে তাদের ব্যক্তিগত, আন্তঃব্যক্তিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের অবস্থা উন্নয়নকে প্রভাবিত করার শক্তি অর্জনে সাহায্য করা হয়।

এ নীতিতে বিশ্বাস করা হয় লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মধ্যে যে সম্ভাবনা এবং প্রতিভা রয়েছে, তার যথাযথ বিকাশের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করা সম্ভব। সেবাগ্রহীতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্যই ক্ষমতায়ন নীতি অনুশীলন করা হয়।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

সমাজকর্মের মুল্যবোধের গুরুত্ব

সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধগুলো পেশাদার সমাজকর্মীদের সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা দান করে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মীদের পেশাগত আচার-আচরণকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলোর প্রায়োগিক তাৎপর্য বিভিন্ন দিক হতে বিশ্লেষণ করা যায়।

মূল্যবোধ হলো মানব প্রকৃতি বোঝার এবং মানব আচরণের ভালমন্দ মূল্যায়নের মানদণ্ড। মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে মানবসেবা প্রদান সম্ভব নয়। সমাজকর্মীদের অর্জিত পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রভৃতি অনুশীলন মূল্যবোধ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্যবোধের পরিপন্থী জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। সমাজকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে মূল্যবোধগুলো ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায়, সেবাপ্রার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মূলভিত্তি রচনা করে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো অনুসরণের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা, সেবাপ্রার্থীর ক্ষমতা ও দুর্বলতার যথাযথ মূল্যায়ন এবং সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হন।

সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালা

সমাজকর্মের মুল্যবোধের গুরুত্ব

সমাজকর্ম মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণ সেবাগ্রহীতাকে (Client) আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করে। এতে পরনির্ভরশীল মানসিকতার পরিবর্তে, স্বনির্ভর মানসিকতা গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের প্রতিটি সদস্য নিজেদের ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হয়, যা প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। কার্যকর সমাজকর্ম অনুশীলনের নীল নক্সা (Blue print) হলো সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ।

পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

সাধারণভাবে পেশার কতগুলো অভিন্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা উপাদান থাকে। এসব উপাদান পেশার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। কোন বিষয়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে এসব মানদণ্ডের আলোকে করতে হয়। পেশার উপাদান ও মানদণ্ডের নিরিখে পেশা হিসেবে সমাজকর্মের যৌক্তিকতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. সুশৃঙ্খল জ্ঞান (Systematic body of knowledge) : প্রতিটি পেশার বিশেষ বিষয়ে সুশৃঙ্খল এবং প্রচারযোগ্য (Systematic and transmisible body of knowledge) জ্ঞান থাকতে হয়। সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট জ্ঞানভান্ডার রয়েছে, যে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সমাজকর্মীদের পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

২. তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical basis) : বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা তাত্ত্বিক কাঠামো পেশাগত জ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সমাজকর্ম অনুশীলনে তাত্ত্বিক কাঠামো ছাড়া সমাজকর্মীরা সামাজিক ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। সমাজকর্মীরা যেসব ক্ষেত্রে পেশাগত সেবা প্রদানে নিয়োজিত, সেসব ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ব্যবহার করে থাকে। মানব আচরণ এবং সমাজব্যবস্থা (Human behaviour and Social System) সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাদি সমাজকর্ম অনুশীলনে ব্যবহার করা হয়।

পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

৩. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ (University training) : সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশ্বের সকল দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল এবং পিএইচডি পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন এবং দক্ষ সমাজকর্মী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে।

৪. উপার্জনশীল (Income production) : পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা নৈপুণ্যের সঙ্গে অনুশীলন করে জীবনধারণ করা পেশাগত মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। পেশাদার সমাজকর্মীরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে। বিশ্বের উন্নত দেশে লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক কর্মচারি বা প্রাইভেট অনুশীলনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে।

পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

৫. পেশাগত নিয়ন্ত্রণ (Professional control of practitioner) : সমাজকর্মীদের পেশাগত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত দেশে অনুমোদিত (এ্যাক্রিডিয়েটেড) শিক্ষা, পেশাগত লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন দানের মাধ্যমে অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মকেও পেশা হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। সমাজকর্মে পেশাগত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করে পেশাগত নিয়ন্ত্রণ বলবত করা হয়।

৬. পেশাগত কার্যক্রমের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ (Ethical control of professional activities): সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ রয়েছে। যেগুলো পেশাদার সমাজকর্মীদের পেশাগত আচার-আচরণ ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশন (International Federation of Social Workers-IFSW) প্রণীত সমাজকর্মের নৈতিক মানদণ্ড বিশ্বব্যাপী অনুসরণ করা হয়।

পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

৭. পরিমাপযোগ্য বা পর্যবেক্ষণযোগ্য ফলাফল (Measurable or observable result): পেশার এরূপ বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাজকর্ম শিশুকল্যাণ, অপরাধ সংশোধন, সামাজিক সমস্যা সমাধান প্রভৃতি খাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেশাগত সেবা প্রদান করে। জনকল্যাণমুখী পেশা হিসেবে সমাজকর্মের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য। সমাজকর্ম গবেষণা মূল্যায়ন গবেষণা ও সামাজিক জরিপের মাধ্যমে ফলাফল যাচাইয়ের ব্যবস্থা সমাজকর্মে রয়েছে।

পেশা হিসেবে সমাজকর্ম

৮. পেশাগত কর্তৃত্ব (Professional authority): পেশার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো পেশাগত কর্তৃত্ব। পেশাদার ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান এবং দক্ষতার অধিকারী বিধায়, সেবাগ্রহীতার উপর কর্তৃত্ব থাকে। সমাজকর্মীগণ পেশাগত কর্তৃত্ব অর্জনে সক্ষম। সমাজকর্মীরা অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তি এবং সমস্যাগ্রস্ত সেবাগ্রহীতা ও সুবিধাভোগী কর্তৃক সম্মান অর্জনে সক্ষম হচ্ছেন। মনোচিকিৎসা, হাসপাতাল সমাজসেবা, স্কুল সমাজকর্ম, শিশুকল্যাণ, অপরাধ সংশোধন, শ্রমকল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা পেশাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভূমিকা পালন করেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে, পেশার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড সমাজকর্মে বিদ্যমান। সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা এবং মানবহিতৈষী দর্শনের উপর ভিত্তিশীল একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। সুতরাং বলা যায়, "সমাজকর্ম একটি পেশা, কারণ পেশার সব গুণাবলীই এটি পূরণ করছে।" (Social work is a profession because it encompasses the attributes of a profession.)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

টপিক – ০৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। মূল্যবোধ কোন ধরনের প্রত্যয়?

ক. বস্তুগত
খ. আপেক্ষিক
গ. চূড়ান্ত
ঘ. বিমূর্ত

২। নিচের কোনটি পেশার বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. পেশাগত সংগঠন
খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
গ. সুশৃঙ্খল জ্ঞান
ঘ. পেশাগত মূল্যবোধ

৩। সমাজকর্ম কোন ধরনের পেশা?

ক. মূল্যবোধ নিরপেক্ষ
খ. মূল্যবোধ নির্দেশিত
গ. দক্ষতা নিরপেক্ষ
ঘ. জ্ঞান নিরপেক্ষ

৪। মানব মর্যাদার স্বীকৃতি, সাম্য এগুলো কোন মূল্যবোধের উদাহরণ?

ক. পরম মূল্যরোধ
খ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ
গ. কর্মকৌশলগত মূল্যবোধ
ঘ. ইনস্ট্রুম্যানটাল মূল্যবোধ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রণীত মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে-

i) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি

ii) সুবিধাভোগীর ক্ষমতায়ন

iii) মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i, ii এবং iii (ঘ) ii এবং iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৬, ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আশিক সাহেব এবং শাহাদাত সাহেব একই গ্রামের বাসিন্দা। দুজনই বর্তমানে ঢাকায় থাকেন। আশিক সাহেব সরকারি অফিসে কাজ করেন আর শাহাদাত সাহেব কাজ করেন নিজ খামারে।

৬. আশিক সাহেবের কাজকে কী বলা যাবে?

ক. পেশা খ. বৃত্তি

গ. ব্যবসায় ঘ. সমাজকর্ম

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৭. শাহাদাত সাহেবের কাজকে কী বলা যায়?

ক. পেশা　　খ. বৃত্তি

গ. সমাজকর্ম　　ঘ. স্বেচ্ছাসেবী কর্ম

৮. আশিক সাহেবের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যা প্রয়োজন, তা হলো-

i) যথাযথ শিক্ষাগ্রহণ

ii) বিশেষ প্রশিক্ষণ

iii) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii　　খ. ii এবং iii

গ. i এবং iii　　ঘ. i, ii এবং iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

টপিক – ০৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১। উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

শরীফ সাহেবের দুই ছেলে। বড় ছেলে দেশে কৃষি কাজে নিয়োজিত। ছোট ছেলে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা কৃষি অফিসার হিসেবে চাকুরী করে। শরীফ সাহেব বড়, ছেলের সঙ্গে কৃষিকাজ দেখাশোনা করেন। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায় কৃষি উৎপাদান তেমন বৃদ্ধি পায় না। শরীফ সাহেবের ছোট ছেলে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ, মৎস চাষ বিষয়ে গ্রামীণ পর্যায়ের কৃষিজীবীদের প্রশিক্ষণ দেন।

ক. পেশা কাকে বলে?

খ. পেশার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

গ. অনুচ্ছেদের আলোকে পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শরীফ সাহেবের ছোট ছেলের কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

THANK YOU